কালের কণ্ঠ

তারিখ: 07 NOV 2017
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৭...

শাবিপ্রবিতে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচিতে পরিবহন শ্রমিকদের হামলা

শিক্ষকসহ আহত ১০

শাবিপ্রবি প্রতিনিধি ▷

সিলেট নগরে ক্রমবর্ধমান ছিনতাইয়ের প্রতিবাদে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবস্থান ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে হামলা চালিয়েছে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ পরিবহন শ্রমিকরা। এ সময় দুই পক্ষে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষে একজন শিক্ষকসহ ১০ জন আহত হয়েছে। তাদের সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গেটে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধকালে এ ঘটনা ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী সূত্রে জানা গেছে, গত এক মাসে সিলেট নগরে ক্রমবর্ধমান ছিনতাইয়ের প্রতিবাদ ও নিরাপত্তার দাবিতে শিক্ষার্থীরা গতকাল সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে জড়ো হতে থাকে। তারা সাড়ে ১০টা থেকে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করে। এ সময় উভয় দিকে শ শ পরিবহন আটকা পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়ে হাজার হাজার যাত্রী। সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জহির উদ্দিন আহমেদ, সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (উত্তর) বিভূতিভূষণ রায়, জালালাবাদ থানার সহকারী কমিশনার মুনাদির ইসলাম চৌধুরী ও জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন।

প্রশাসনের আশ্বাসে আন্দোলনকারীরা অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেও ওই মুহূর্তে একটি প্রাইভেট কারে হামলার অভিযোগ তুলে অটোরিকশা শ্রমিকরা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। বাধা দিতে গেলে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আশিষ কুমার বণিক, কনস্টেবল সোহেল রানা, শিক্ষার্থী আল আমিন ভূইয়া, তৌহিদ আলমসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।

এলাকাবাসী ও স্থানীয় অটোরিকশাচালকরা অভিযোগ করে, শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে সাধারণ যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়লে তারা অবরোধে বাধা দেয়।

এদিকে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের আশপাশে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, বাসের ট্রিপসংখ্যা বৃদ্ধি, অটোরিকশায় চালকদের নেমপ্লেট সংযোজন, পুলিশের চেকপোস্ট বাড়ানোসহ বেশ কয়েকটি দাবিতে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রশাসনকে সময় বেঁধে দেয়।

প্রক্টর জহির উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তার দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছিল। আমরা তাদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে পরিবহন শ্রমিকরা অতর্কিত হামলা চালায়। তাদের সৃষ্ট সংঘর্ষে আমার সহকর্মীসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীও আহত হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

জালালাবাদ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৪০ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। বর্তমান অবস্থা স্বাভাবিক। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে মিটিং করেছি।'

এদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, 'শিক্ষার্থীদের যেকোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রলীগ পাশে থাকবে।'

প্রসঙ্গত, গত এক মাসে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে অটোরিকশায় চলতে গিয়ে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছে। এর প্রতিকার চেয়ে শিক্ষার্থীরা গত ৩০ অক্টোবর পুলিশ কমিশনার বরাবর অভিযোগ দেয়।